**আন্তর্জাতিক সঙ্গীত উৎসব উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, সোমবার, ১৭ ফাল্গুন ১৪১৬, ০১ মার্চ ২০১০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রথমবারের মত আয়োজিত ‘‘বাংলায় গাইবে বিশ্ব'' শিরোনামের আন্তর্জাতিক সঙ্গীত উৎসবে উপস্থিত সকল দর্শক-শ্রোতাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এ ধরণর একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আমি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আজ পয়লা মার্চ। মার্চ মাস আমাদের মহান স্বাধীনতার মাস। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কাল রাতে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী যখন নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি সেদিন সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতি অর্জন করে চূড়ান্ত বিজয়।

স্বাধীনতার মাসের এই শুভদিনে আমি সমগ্র দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ চার জাতীয় নেতাকে। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদদের প্রতি।

সুধিবৃন্দ,

বিশ্বের ইতিহাসে শৌর্যে-বীর্যে বাঙালি জাতির মত বীর জাতি দ্বিতীয়টি আর পাওয়া যাবে না। একমাত্র বাঙালি জাতিই মায়ের ভাষার মর্যদা রক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে গিয়ে ঝরেছে অনেক রক্ত। খালি হয়েছে অনেক মায়ের কোল। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শাসক গোষ্ঠি একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করে। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা দেন যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে। তার এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্রলীগসহ গোটা ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

            সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ জনগণকে সজাগ করার জন্য প্রচারাভিযান শুরু করে। অফিস-আদালত-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণসংযোগ করতে থাকে। ১১ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। ঐদিন বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র-জনতা রাস্তায় প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে, মুসলিম লীগ সরকার ১৫ই মার্চ বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এরপর থেকে ১১ মার্চ ভাষা দিবস হিসাবে পালিত হতে থাকে।

১৬ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ভাষার দাবীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় পুলিশ লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে সভা বানচালের চেষ্টা করে। প্রতিবাদে ছাত্ররা পরের দিন সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করে।

            ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে এক জনসভায় ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। উপস্থিত ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোষণার প্রতিবাদ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আবারও একই ঘোষণা দিলে ছাত্ররা তারও প্রতিবাদ জানায়।

১১ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান। ভাষার দাবী এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী আদায়ের জন্য অবস্থান ধর্মঘট করার সময় ১৯শে এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে আবারও গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান।

১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর খাদ্যসংকটের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ঢাকায় ভুখা মিছিল বের করে। মিছিল থেকে মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুসহ অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে অন্যান্যদের ছেড়ে দেওয়া হলেও বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া হয়নি।

১৯৫২ সালের ২৫শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই আবারও ঘোষণা দিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এ সময় বঙ্গবন্ধু জেলে ছিলেন। চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন। আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দাবি দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সময় তাঁকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তিনি ১৪ ফেব্রুয়ারি অনশন শুরু করলে ১৬ ফেব্রুয়ারি তাঁকে আবার ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। সেখান থেকেই বঙ্গবন্ধু ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার নির্দেশ দেন।

২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে রফিক, জববার, বরকত, সালামসহ অনেক নাম না জানা ছাত্র-জনতা শহীদ হন।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে আওয়ামী লীগ সদস্যগণ শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সংসদে সংগ্রাম শুরু করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্রে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নির্মাণ করা হয় শহীদ মিনার। তখন থেকেই ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

আমাদের পরম বেদনার, চরম গৌরবের ‘অমর একুশে ফেব্রুয়ারি' আজ ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বিশ্বজুড়ে উদযাপিত হচ্ছে। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার স্মারক একুশে আজ বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মানুষের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বিশ্বের সব দেশের, সকল ভাষাভাষী মানুষ - তারা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন - সবারই সমান অধিকার নিয়ে, আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। সকল সম্প্রদায়ের এবং ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি লালনের অধিকার রয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশ্বের সকল ভাষার মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

আমরা যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউট স্থাপন করেছি, সেখানে সকল ভাষার উপর গবেষণা হবে। বিশ্বের সকল ভাষার আর্কাইভ থাকবে। বিলুপ্তপ্রায় ভাষাকে জাগিয়ে তোলার কাজ হবে এখানে। আমরা চাই একটি ভাষাও আর যেন মানব সমাজ থেকে হারিয়ে না যায়।

সুধিমন্ডলী,

         আমাদের রয়েছে হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আমাদের পুঁথি, চারণ কবিতা, লোকগাঁথা, লোকসাহিত্য, বাউল গান বিশ্বসাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বিশ্ব সংস্কৃতির ভান্ডারেও জমা করেছে অতুলনীয় সম্পদ। সঙ্গীত বাঙালির জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের আনন্দ-কষ্ট-বেদনা-সংগ্রামে সঙ্গীত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সঙ্গীত আমাদের জীবনকে মুখরিত করে, আন্দোলিত করে। দেশকে ভালোবাসতে শেখায়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, মরমী কবি লালন শাহ এবং হাসান রাজাসহ হাজারো কবি ও গীতিকার আমাদের বাংলা সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছেন। ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের কবি, গীতিকার ও সুরকারদের সৃষ্টি বার বার আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গান সে সময় যেমন মুক্তিপাগল দেশবাসীকে উজ্জ্বীবিত করেছিল, আজও তেমনিভাবে আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়।

সুধিমন্ডলী,

বাঙালির এই আবহমান ঐতিহ্যকে লালন-পালন করেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পথচলা। আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক-বাহক। জন্মের পর থেকে আওয়ামী লীগ এ পথ থেকে একটুও বিচ্যুত হয়নি। একটি অসাম্প্রদায়িক, শোষণ-মুক্ত, ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

            আমরা যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছি তখনই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের সংস্কৃতির বিকাশে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ১৯৯৬ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর ঢাকাসহ সারাদেশের শিল্পকলা একাডেমিগুলোর আমরা ব্যাপক সংস্কার করি। ঢাকার জাতীয় শিল্পকলা একাডেমিতে নতুন করে সঙ্গীত ভবন, নাটকের জন্য এক্সপেরিমেন্টাল হলসহ মূল মিলনায়তন নির্মাণ করা হয়।

শিল্পকলা একাডেমিকে ঘিরে সোনার বাংলা সাংস্কৃতিক বলয় তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যা পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত জোট সরকার বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে আমরা আবার এ কাজ শুরু  করেছি।

            আওয়ামী লীগ সরকার সে সময় দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের পথিকৃৎ সংগঠন ছায়ানটের জন্য ‘ছায়ানট ভবন' নির্মাণের লক্ষ্যে জমি বরাদ্দ দেয় ।

সুধিমন্ডলী,

সঙ্গীতই হতে পারে আমাদের মধ্যে গণতন্ত্রের পক্ষে, স্বাধীনতার পক্ষে, অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে চেতনা জাগ্রত করার অন্যতম হাতিয়ার।

আমি আশা করব, এই সঙ্গীত উৎসব নতুন প্রজন্মকে দেশ ও দেশের সংস্কৃতিকে ভালবাসতে শেখাবে।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি তিন দিনব্যাপী এই সঙ্গীত উৎসবের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।